যে স্বপ্ন ঘুমাতে দেয়না ।

জীবনে অনেক স্বপ্ন ছিল ,ডাক্তার ,ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস,প্রশাসন, আরও কত কী! সে স্বপ্ন পুরণে পরিশ্রমও কম ছিলনা। আমি যখন ৯ম শ্রেণীতে পড়ি তখন মানবিক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম ১ম সাময়িক পরীক্ষাও দিয়েছিলাম মানবিকে । ডাক্তার হওয়ার নেশায় শেষ পর্যন্ত মানবিক বিভাগ ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে রেজিস্ট্রেশন করি । S.Sc , H.Sc রেজাল্ট দুটোই দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়ার কারনে সে আশা হয়ে গেল গুড়েবালি।শেষপর্যন্ত আরকি পাসকোর্সে B.Sc পড়া শুরু হলো, অনেক রাত্রী জাগরণ করেছি ,কোন কোন সময় এশার নামাজ পড়ে গণিত নিয়ে বসলে কখন যেন রাত্রী শেষ হয়ে যেত টেরই পেতামনা ।তারপর ফজরের নামাজ পড়ে কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে আবার সেই একই যুদ্ধ । এখানেও হেরে গেলাম ,পাশ করলাম ২য় বিভাগে,ভর্তি হলাম M.Scতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ,প্রিলিমিনারীর রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে দেখি আমার রেজিস্ট্রেশন কার্ড কে যেন আমার স্বাক্ষর জাল করে উঠিযে নিয়ে গেছে । তারপর চলে এলাম , আবার ইসলামী স্টাডিজে সার্টিফিকেট কোর্স করে এম.এ পাস করলাম প্রথম শ্রেনীতে।বি.এড,এম.এড, সি.ইনএড এর ফাঁকে ফাঁকে আবার ,আলিম ,ফাজিল ,কামিলও করলাম,২৪তম বিসিএস-এ ভাইভা পর্যন্ত ও গেলাম। ২০০১সালে একটি মাদ্রাসায় বি.এসসি শিক্ষক হিসাবে ২০০৩ পর্যন্ত চাকুরী করলাম ।কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল চলে এলাম প্রাইমারীতে। ছাত্রজীবনের স্বপ্ন আর বাস্তববায়ন হলনা, হয়তোবা সেখানে কোন ত্রুটি ছিল ।স্বপ্ন বা আশা বাস্তবে রুপ লাভ করাতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এটাই স্বাভাবিক,কেউ সফল হয় আবার কেউ সফল হয়না । চাকুরী জীবনে এসে পড়লাম ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের সেই উক্তি , ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখ সেটা আসল স্বপ্ন নয় ,যে স্বপ্ন তোমাকে ঘুমাতে দেয়না সেটাই আসল স্বপ্ন ।আজ বেলা শেষে চাকুরী জীবনের প্রায় অর্ধেকে এসে শিক্ষক বাতায়ন যে স্বপ্ন দেখাচ্ছে তা কাউকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবেনা ।বাতায়নের যে স্বপ্ন সেটাও আমাকে নয় শুধু বাতায়নের প্রত্যেক সদস্যকে বিভোড় করে ফেলেছে বলে আমি মনে করি। সত্যিই শিক্ষক বাতায়নে বসলে কখন যেন সময় শেষ হয়ে যায় সেটা টের পাওয়া যায়না । মনে হয় আর একটু যদি বসতে পারতাম ?কন্টেন্টটি যদি আরও সুন্দর করতে পারতাম! আর একটি কন্টেন্ট যদি আপলোড দিতে পারতাম !আর একটি রেটিং,লাইক ,শেয়ার ,কমেন্টস যদি দিতে পারতাম ?জানিনা আমার এ স্বপ্নও কী স্বপ্নই থেকে যাবে কিনা ?প্রথমে আল্লাহইজানেন, পরে কর্তৃপক্ষই ভাল জানেন।শারীরিক অবস্থাও অনুকূলে নেই ,স্পাইনাল কর্ডে সমস্যা বেশীক্ষন বসে কাজ করাও রিস্কি।জানিনা বাতায়নের সাথে কতদিন থাকতে পারব।এখন সেরা হওয়ার যে নেশা এটা যদি আরও আগে জাগত তাহলে জীবন পাল্টে যেত।তাই শিক্ষক বাতায়নের শ্রদ্ধেয় এডমিন, প্যাডাগজি স্যার, রেটার মহোদয়, সেরা কন্টেন্ট নির্মাতাগণ,বাতায়নের সকল স্যার ম্যামগণের প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষক বাতায়ন অনন্য ভূমিকা পালন করছে।আমিও আপনাদের সাথে শরীক হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পরিশেষে অকপটে একথাটাই আমি বিশ্বাস করি এবংবলতে চাই যে ,বাতায়ন সেরা হওয়ার স্বপ্ন/নেশা শুধু আমাকে নয় বাতায়নের প্রত্যেক সদস্যকেই ঘুমাতে দেয়না।

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

সহকারী শিক্ষক, চরসুবুদ্ধি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রায়পুরা ,নরসিংদী।